তৃতীয় লিঙ্গের ৮ সদস্যসহ ১২০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকটে শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বাংলাদেশের পক্ষে কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ১১ গান্দিনা বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার এবিসন ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হস্তান্তর সম্পন্ন করেন।

এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তারা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মুম্বাই, দিল্লি ও আসাম রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হন এবং পরে বিএসএফের হেফাজতে দেওয়া হয়।

বিজিবি জানান, ফেরত আসা সবাইকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে

সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।

মুজিবনগরে ২৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার সন্ধায় তাদের হস্তান্তর করা হয়। ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের ১০৫ পিলার কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী,১ জন শিশু রয়েছেন।

তারা জেলা- যশোর বেনাপোলের ঢালিপাদা গ্রামে একামুল গাইন এর ছেলে মিরাজ একরামুল গাইন(১৯), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ওসমান আলী মন্ডলের স্ত্রী আমিনা খাতুন (৩৩), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ইউনুস মোড়লের মেয়ে নার্গিস খাতুন, (৩০) যশোর শার্শা এর সেটাই গ্রামের লালন শেখের স্ত্রী রুনা খাতুন (৩০), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের রহমত মোল্লার মেয়ে সালমা খাতুন (৩৩),ৎঝিনাইদা সদর উপজেলার উলাকল গ্রামের জাহারুল গাজীর মেয়ে সুপ্রিয়া খাতুন (২৮), ঝিনাইদহ মহেশপুরের গোয়াগারি গ্রামের আব্দুল বারেকের মেয়ে জমিলা খাতুন (৩৭), যশোর বাঘারপাড়ার দুরাঝাপ গ্রামের আকরাম সুখের মেয়ে জ্যোৎস্না (৩৫), নড়াই কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল শেখের ছেলে আকরাম (২২), যশোর ঝীগরগাছা গ্রামের মশিয়ার রহমান এর ছেলে তুহিন (৩৯), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের লিয়াকত খানের ছেলে সুলতান (২০), যশোর

শার্শা এর অগ্রভুলাট গ্রামের শাহজাহান এর মেয়ে পায়েল (৩৩), কুমিল্লা বারুয়ার কাকের তলা গ্রামের আব্দুল শেখের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪৩), নড়াইল কালিয়ার বাঁধানল গ্রামের মসিব শেখের স্ত্রী রোকসানা (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের মুসলিম সরদারের মেয়ে মমতাজ (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের মেয়ে রেহেনা (২৪), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের ছেলে উজ্জল (৪৫), নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের সবুর মোল্লার ছেলে জসিম (৩৪), জসিমের স্ত্রী মোরশেদা খাতুন (২৩) নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের আবুল মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা (৩১), নড়াইল কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আকাশ গাজীর ছেলে শেকু গাজী (৪০), নড়াইল কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গাজীর স্ত্রী আসমা খাতুন (৫১), যশোর অভয়নগরের রানাগাতী গ্রামের ইমান আলীর ছেলে বাকি বিল্লাহ (২৪), মৌলভীবাজার সদরের দক্ষিণ সাগর গ্রামের সোনা মিয়ার সুমাইয়া খাতুন (২৫), ঢাকা কেরানীগঞ্জ কদমতলীর নুসরাত জাহান (২৫), চট্টগ্রাম আটহাজারী আব্দুল করিম সওদাগরের ছেলে নুরুল আলম (৩৬), নড়াইল কালিয়ার পেরুলী গ্রামের কাউসার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন (৩৬), ঢাকা মোহাম্মদপুর সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে জান্নাতুল(৪১)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান জানান, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমন্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা বাংলাদেশী ২৯ জনকে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের পরিচয় সনাক্ত করে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দর্শনায় ৩১ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩১ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল শনিবার দুপুরের পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল

হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ এর কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, ৩ জন শিশু ও ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন লে. কর্নেল নাজমুল হাসান।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবি–বিএসএফ পতাকা বৈঠক

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে সাম্প্রতিক কিছু ইস্যু নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে পতাকা বৈঠক করেছে বিজিবি ও বিএসএফ। শনিবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভারতের আহ্বানে জগন্নাথপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় শূন্যরেখার কাছে অনুষ্ঠিত হয় ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের এ বৈঠক।

বৈঠকে অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুয়া। উপস্থিত ছিলেন উভয় দেশের স্টাফ অফিসার, কোম্পানি কমান্ডার ও ক্যাম্প কমান্ডারগণ।

বৈঠকে বিজিবি অধিনায়ক সীমান্তের ভারতীয় অংশে বিএসএফ সদস্যদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন স্থানে পোস্ট বা বাংকার নির্মাণ এবং ১৫০ গজের মধ্যে বাঁশ ও কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের বিষয়ে আপত্তি জানান। এছাড়া শূন্যরেখায় ড্রোন উড্ডয়ন এবং বিএসএফ সদস্যদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে পুশইনের অভিযোগও তোলেন তিনি।

বিএসএফ কমান্ড্যান্ট এসব ইস্যুতে সহমত প্রকাশ করে জানান, বর্ষায় ডিউটি পরিচালনার সুবিধার্থে পুরাতন পোস্ট সংস্কার করা হলেও নতুন কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে না। পুশইনের মতো ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সে বিষয়ে তিনি সজাগ থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি চোরাচালান রোধে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি জানান, ঈদ উপলক্ষে গরু চোরাচালান বেড়ে যাওয়ায় তা প্রতিরোধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দু’পক্ষই সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা, সীমান্ত টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং তথ্য বিনিময় অব্যাহত রাখার বিষয়ে একমত হন। বৈঠকটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয়।

বৈঠক শেষে উভয় পক্ষের কর্মকর্তারা মেইন পিলার ৯৭ ও এর আশপাশের সাব পিলার ও টি-পিলারসমূহ যৌথভাবে পরিদর্শন করেন।

কুষ্টিয়ায় সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের বৈঠক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুষ্টিয়া বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমানের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গতকাল সোমবার বিকেলে বিজিবির উদয়নগর বিওপি ও প্রতিপক্ষ জলঙ্গী বিএসএফ ক্যাম্পের ভারতের অভ্যন্তরে মাঠে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বিজিবির পক্ষে কুষ্টিয়া বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান ও বিএসএফের পক্ষে ভারতের রওশনবাগ বিএসএফের ১৪৬ ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক মনহর লাল নেতৃত্ব দেন।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে সীমান্তে বাংলাদেশি

জনসাধারণের ওপর কোনো অবস্থাতেই প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার বা ফায়ারিং না করা, ভারত থেকে মাদকদ্রব্যসহ নিষিদ্ধ পণ্য এবং অবৈধ অস্ত্র যাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করতে পারে ও সীমান্ত সুরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে চোরাকারবারী বা দুষ্কৃতকারীদের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধের বিষয়ে আলোচনা হয়। এসব বিষয়ে সীমান্তে বিএসএফের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেওয়া হয় বলেও ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

উভয় দেশের শান্তি ও সহযোগিতা কামনা করে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাত শেষ হয়।

দর্শনা বন্দরে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

দর্শনা বন্দরের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গেদে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিএসএফ এর আহবানে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর পৌনে দুইটায় এ বৈঠক শুরু হয়। বিকেল পৌনে তিনটা পর্যন্ত বৈঠক চলে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর প্রতিপক্ষ ৩২ বিএসএফ গেদে ক্যাম্পে বিএসএফের আহবানে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মারুফুল আবেদীন বিজিওএম। বিএসএফ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণনগর সেক্টর কমান্ডার ডিআইজি সঞ্জয় কুমার।

এ বৈঠকে বিজিবির ১০ জন এবং বিএসএফ’র ১২ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। বিজিবির কর্মকর্তারা গেদে ক্যাম্পে পৌঁছুলে বিএসএফ’র সেক্টর কমান্ডার বিজিবি সেক্টর কমান্ডার কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও গার্ড সালামী প্রদান করেন। এরপর গেদে বিএসএফ ক্যাম্প

কনফারেন্স হলে সৌজন্য সাক্ষাৎ এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

এতে বিজিবি সেক্টর কমান্ডার বলেন, সীমান্ত বিষয়ক ১৫০ গজের মধ্যে যেকোনো কার্যক্রমে আমাদের বর্ডার গাইডলাইন ১৯৭৫ অনুসরণ করতে হবে এবং সীমান্ত হত্যা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে। সীমান্তে, মাদক, মানব পাচার রোধে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তৎপর থাকতে হবে। তাছাড়াও যে কোন সমস্যার সমাধানে বিওপি এবং কোম্পানি পর্যায় থেকে শুরু করে উদ্ধতন মহল পর্যন্ত আলাপচারিতা এবং সৌজন্য সাক্ষাতের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এ সময় বিএসএফ কমান্ডার একমত পোষণ করেন।

পরবর্তীতে একে অপরের মঙ্গল কামনা করে উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করে শান্তিপূর্ণভাবে বৈঠক শেষ হয়।

বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক (৫৮ বিজিবি) লে. কর্নেল আজিজুস শহীদ, সেক্টর জিএসও টু মেজর মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর কাজী আসিফ ইকবাল প্রমুখ। বিএসএফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়ান কমান্ড্যান্ট বিএম আরো, ৬৮ বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান কমান্ড্যান্ট বিপেন পান্থিরায়, ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়ান কমান্ডেন্ট সুজিত কুমার প্রমুখ।

দু’বছর কারাভোগ শেষে তরুনী ফিরলো আপন ঠিকানায়

দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি- বিএসএফের পতাকা বৈঠকের মাধ্যেমে প্রেমের টানে বাংলাদেশে এসে কলকাতার তরুনীর দু’বছর কারাভোগ শেষে ফিরলো আপন ঠিকানায়।

প্রেম করে অবৈধ পথে বাংলাদেশে ঢুকছিল কলকাতা হাওড়ার মেয়ে প্রিয়াংকা নস্কর (১৮)। এরপর সীমান্তে বিজিবি তাকে আটক করে। ঠাঁই হয় কারাগারে। সেখানে ছিল দু’বছর। কারাভোগ শেষে আজ মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট সীমান্ত দিয়ে

আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত দেয়া হয় এই ভারতীয় তরুনীকে।

বাংলাদেশের নারায়নগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ছেলের সাথে প্রেম হয় প্রিয়াংকার। ওই ছেলের পিসির বাড়ি হাওড়াতে প্রিয়াংকাদের বাড়ির পাশে। সেখান থেকে পরিচয়, তারপর প্রেম। বলেছিল বিয়ের পর নারায়নগঞ্জে গামের্ন্টেসে চাকুরী দেবে তাকে। এরপর ওই ছেলের সাথে বিয়ে করার জন্য বাংলাদেশে ঢুকতে ২০২২ সালের ৩ অক্টোবর ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে আসে প্রিয়াংকা। দালালের মাধ্যমে সীমান্ত পার হতে গেলে ধরা পড়ে বিজিবির হাতে। তাকে পুলিশে সোপর্দ করে বিজিবি। আদালতে নেয়া হলে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দু’বছরের জেল হয় প্রিয়াকার। এরপর ২৩ মাস ছিল ঝিনাইদহ কারাগারে।

দর্শনা সীমান্তে প্রিয়াংকা বলেন, ‘সে ভুল করেছে। প্রেম করে বাংলাদেশে যে ছেলের কাছে আসতে গিয়ে ধরা পড়ে, কারাগারে যাওয়ার পর সে কোনদিন খোঁজ নেয়নি। তাকে ভুলে গেছে। জীবন থেকে দু’বছর ঝরে গেল। তার মতো ভুল যেন কোন মেয়ে না করে।’

প্রিয়াংকার বাবা প্রতাব নস্কর ও মা তনুশ্রী নস্কর মেয়ে নিতে এসেছিলেন দর্শনা সীমান্তে। এ সময় মেয়েকে ফিরে পেয়ে বুকে নিয়ে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন।

মা তনুশ্রী জানান, দু’বছর মেয়েকে হারিয়ে কত কষ্ট ছিলাম। রাতে ঘুমোতে পারিনি। আমার মেয়ে ভুল করেছে।

প্রিয়াংকার বাবা প্রতাব নস্কর বলেন, ‘মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার কোন খোঁজ পায়নি। ৮ মাস আগে বাংলাদেশ থেকে একজন মোবাইল করে জানায় মেয়ে ঝিনাইদহ কারাগারে আছে। দুটি বছর বাংলাদেশের কারাগারে আমার মেয়ে ভালছিল। আজ দু’দেশের সরকারের মাধ্যমে আজ মেয়েকে ফিরে পেলাম। যারা আমার মেয়েকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিল আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’

ঝিনাইদহ কারাগারের ডেপুটি জেলার তানিয়া বলেন, ‘প্রিয়াংকা প্রায় দু’বছর আমাদের কারাগারে ছিল। সে ভদ্র মেয়ে। আমরা তাকে যতদুর পারি কারাগারে ভাল রেখেছিলাম। আজ তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুশি।’

পশ্চিমবঙ্গের এনজিও কর্মী চিত্তরঞ্জন বলেন, ‘মেয়েটির বয়স অল্প। সে ভুল করেছে। এ রকম ভুল যেন কেউ না করে। এ জন্য অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।’

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১ টায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্ট সীমান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রিয়াংকাকে হস্তান্তর করে বিজিবি ও বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন-কাস্টমস ও কারা কর্তৃপক্ষ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিবির আইসিপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোঃ মোস্তফা মিয়া, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আতিকুর রহমান, ঝিনাইদহ কারাগারের ডেপুটি জেলার তানিয়া, কাস্টমস কর্মকর্তা কাবিল হোসেন, দর্শনা থানার এসআই ফাহিম। ভারতের পক্ষে ছিলেন বিএসএফ গেঁদে ক্যাম্পের এসিসট্যান্ট কমিশনার তাপস্যার, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ সঞ্জিব কুমার বোস, কাস্টমস কর্মকর্তা আরপি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এস আই তন্ময় দাস প্রমুখ।

দর্শনায় বিজিবি-বিএস এফের পতাকা বৈঠক, আপন ঠিকানায় ভারতীয় মা ও ছেলে

মোবাইল ফোনে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্দীপের এক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিন চব্বিশ পরগনোর বাসিন্দা প্রাণ কৃষ্ণ দাস। এরপর সেই মেয়েকে বিয়ে করতে সে তার মা কাজলী দাসকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধভাবে যশোর বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে আসে। বিয়ে শেষে ফেরার সময় বাঁধে বিপত্তি।

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর সীমান্তে বিজিবি সদস্যরা তাদের আটক করে তাদের পুলিশ সোপর্দ করে। তারপর তাদের ঠাঁই হয় ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে। এরপর সাজা শেষে আজ বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ইমিগ্রশন চেকপোস্টর শুন্য রেখায় বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ভারতে ফেরত পাঠায়।

দর্শনা ইমিগ্রশন চেকপোস্ট ইনচার্জ এসআই আতিকুর রহমান জানান, ২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টম্বর দালাল চক্রের মাধ্যমে যশোরের পুটখালী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এরপর চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ গিয়ে ছেলের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করায়। বউকে বাংলাদেশে রেখ বিয়ের ১৫ দিন পর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর

সীমান্ত দিয়ে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দালালের মাধ্যমে দেশে ফেরার সময় বিজিবির টহল দলের সদস্যরা তাদের আটক করে পুলিশ দেয়। মহশপুর থানা পুলিশ তাদের আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ভারতের দক্ষিণ-চব্বিশ পরগোনা জেলার ফুলতলী থানার মথুরানগর কলোনী লম্রপাড়া প্লটের বাসিন্দা প্রাণ কৃষ্ণ দাস পেশায় একজন মৎসজীবি। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা অনাদায় আরা ১দিন সাজা হয় তাদের। এরপর কারাগারে ছিল ৪ মাস ২১ দিন। কারাভোগ শেষ চেকপাস্ট দিয়ে আনুষ্ঠানিভাব হস্তান্তর করা হয় মা ও ছেলেকে।

এ সময় ভারতীয় বিএস এফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন,ভারতীয় গেদে কোম্পানি কমান্ডার ভিতা সিং ইচ,
ভারতীয় ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টর এস কে বোস কাষ্টমস সুপার সুব্রত মন্ডল,কৃষ্ণগঞ্জ থানার সাব ইন্সপেক্টর শামসুর রহমান, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ডি আই বি এ এস আই সাধন মন্ডল।

বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা আইসিপি ইনচার্জ সুবেদার মন মোহন, দর্শনা চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আতিকুর রহমান, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই টিপু সুলতান, ডি এস বি এ এস আই মাসুদ রানা, এ এস আই আব্দুল মোমিন দু’দেশের বিজিবি-বিএসএফ এবং ইমিগ্রশনের আরও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা বাড়াদী সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক

দর্শনার বাড়াদি সীমান্তে ভারত অভ্যান্তরে বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশী দু’নাগরিকের লাশ ফেরত দেয়নি বিএসএফ।

আজ বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকালে বাড়াদি সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে আইনী জটিলতার কারণে নিহতের লাশ গ্রহণ করেনি বিজিবি।

অবশেষে পতাকা বৈঠক হতে লাশ নিয়ে ফিরে যায় ভারতীয় বিএসএফ।

সোহেল রানা সহ সঙ্গীরা এবং ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন গোবিন্দপুরের বাড়াদী বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার বাপ্পীন মুখার্জী ও কর্মকর্তা সহ সঙ্গীরা।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর আইনী জটিলতায় অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠক হতে লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।

দর্শনা সীমান্তে ভলিবল খেলায় বিজিবিকে হারিয়ে -বিএসএফ চাম্পিয়ান

দর্শনা আন্তজার্তিক জয়নগর সীমান্তে বিজিবি- বিএসএফের মধ্যে এক প্রীতি ভলিবল খেলা অনুষ্টিত হয়েছে।

জানাগেছে গতকাল সোমবার বেলা ৩ টার দিকে জয়নগর সীমান্তের ৭৭নং পিলালের ৫শ গজ বাংলাদেশের ভিতরে শৃন্য রেখায় এ ভলিবল প্রীতি ম্যাচটি অনুষ্টিত হয়। এ প্রীতি ভলিবল খেলায় বিএসএফ-২-১ ব্যাবধানে বিজিবিকে পরাজিত করে।

চুয়াডঙ্গা ৬ বিজিবির আমন্ত্রণে গতকাল সোমবার বেলা ৩ টায় দর্শনা সীমান্তের মেইন পিলালের ৭৬ /৭৭ নং দিয়ে বি এসএফের ১২ সদ্যস্যার ভলিবল দল অফিসার ১৩ সদস্যসহ বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

এ সময় চুযাডাঙ্গা ৬ বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পি এস সি, মেডিক্যাল অফিসার খন্দকার আশিকুল আরেফিন, এডিসোনাল অফিসার শেখ মোঃ ইমরান আলী, দর্শনা কোম্পানী কমন্ডার জহির আহম্মেদ, দর্শনা আইসিপি কমান্ডার আব্দুল জলিল, বিওপি কমান্ডার আব্দুল জলিল বিওপি কমান্ডার মোজাম্মেল হক, এডমিন স্টাফ আবু নাসির, এডমিন স্টাফ আবুল কালাম আজাদ, মিনহাজ উদ্দীন, ডিনারুল ইসলাম, তমাল উদ্দীন,

বিএসএফের ৫৪ ব্যাটেলিয়নের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, বি এসএফের সেকেন্ড ইন কমান্ড হার মেট শিং সানি, সেকন্ড অফিসার জগোদেব শিং, ডেপুটি কমান্ড সুনীল পায়েল, সহকারী কোম্পানী কমান্ডার শ্রী নোগেনদ্র পাল, সহকারী অফিসার শ্রী মহেশ, বিএসএফের ক্যাম কমান্ডার শ্রী মোজন্দার, মেডিকেল অফিসার বরুন কুমার, এ এস আই শামীম, এডিএম স্টাফ জে মজুমদার, অফিস স্টাফ শ্রী প্রতাপ প্রমুখ।

খেলা শেষে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পি এস সি, বলেন প্রীতি ভলিবল খেলার মধ্য দিয়ে দুই বাহিনীর মধ্যে বিরাজমান সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে। খেলা শেষে দুই দেশের বাহীনীর মধ্যে ট্রফি তুলে দেন খেলোয়াড়দের মাঝে।

ভারতে বিজিবি-বিএসএফ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ভারতের ৮২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ব্রহ্মনগর ক্যাম্পে বিজিবি-বিএসএফ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনস্থ মুজিবনগর বিওপির প্রতিপক্ষ ৮২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ব্রহ্মনগর ক্যাম্পে বিজিবি-বিএসএফ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

এ প্রীতি ম্যাচে বিএসএফ রানারআপ এবং বিজিবি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজিবি’র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমারাত হোসেন, পিবিজিএম এবং বিএসএফ এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল ডঃ অতুল ফুলজেলে, আইপিএসসহ বিজিবি-বিএসএফ এর অন্যান্য অফিসার, উভয় দেশের খেলোয়াড় এবং অন্যান্য সৈনিকবৃন্দ।

মুজিবনগরের শুন্য রেখায় স্বজনের মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করলো বিজিবি-বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তের শুন্য রেখায় বাংলাদেশী স্বজনদেরকে ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করলো বিজিবি-বিএসএফ। শনিবার দুপুর ২টার সময় রিখ সীমান্তের মেইন পিলার ১০৫ এর নিকট শুন্যলাইনে সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ ভাবে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্প কমাণ্ডার শহিদ শেখ ও বিএসএফ এর হৃদয় ক্যাম্প কমাণ্ডার তরুণ কুমার শর্মার নেতৃত্বে উভয় বাহিনীর দুটি টিম এ শুন্য রেখায় উপস্থিত ছিলেন। এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া থানা হৃদয়পুর গ্রামের সুকৃতি মণ্ডল ৩৫ বছর আগে বিবাহসূত্রে ভারতের হৃদয়পুরে বসবাস করছেন। তিনি দির্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টার দিকে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের তার ভাই প্রভুদান হালসোনা স্থানীয় ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে আবেদন করেন। বিজিবি আবেদন পেয়ে বিএসএফকে লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করার জন্য পত্র দেয়। উভয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্বন্বয়ে শনিবার দুপুরে শুন্য রেখায় স্বজনদের লাশ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সেবাস্তিন মল্লিক বলেন, সৃকুতি মণ্ডল আমার ফুফু হন। মৃত্যুর খবর জানতে পেরে আমরা বিজিবির কাছে মরদেহ দেখার আবেদন জানায়। বিজিবি আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিএসএফ সাথে সমন্বয় করে মরদেহ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। আমরা উভয়দেশেরে সীমান্তবর্তী বিজিবি ও বিএসফকে ধন্যাবাদ জানান।

সুকৃতি মণ্ডলের বোনের ছেলে ভারতীয় নাগরিক জুম্মত শেখ বলেন, মাসির লাশ তার ভাই বোনদের দেখাতে পেরে আমরা খুবি খুশি।

চুয়াডাঙ্গা বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক শাহ মো: ইশতিয়াক, পিএসসি বলেন, দুই দেশের সীমন্তবর্তী মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন, অপরাধ প্রবণতা কমাতে বিজিবি-বিএসএফ এর এ ধরণের মানবিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দুদেশের সীমান্তবর্তী মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা কমাসহ পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে।